

## سُورَةُ الْاِنْعَامِ مَكِّيَّةٌ (٦)

### ৬-সূরা আল্‌ আন'আম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহাতে ১৬৬ আয়াত এবং ২০ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। সকল প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আকাশ মণ্ডল এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অন্ধকাররাশি এবং আলোকের উদ্ভব করিয়াছেন; ইহা সত্ত্বেও যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা তাহাদের প্রভুর সমকক্ষ স্থিরকৃত করে ।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ②

৩। তিনিই তোমাদিগকে কাদা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর, তিনি এক নির্দিষ্ট মিয়াদ নির্ধারিত করিয়াছেন । এবং তাহার নিকট অপর একটি নির্দিষ্ট মিয়াদ রহিয়াছে । তথাপি সন্দেহ কর তোমরা ।

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمُرُّونَ ③

৪। এবং আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে তিনিই আল্লাহ । তিনি তোমাদের গুপ্ত এবং তোমাদের প্রকাশ্য সব কিছু জানেন । এবং তিনি উহাও জানেন যাহা তোমরা অর্জন কর ।

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ④

৫। এবং তাহাদের নিকট তাহাদের প্রভুর নিদর্শনাবলী হইতে যে নিদর্শনই আসে তাহারা উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় ।

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ⑤

৬। সূতরাং যখন পূর্ণ সত্য তাহাদের নিকট আসিল তখন ইহাকেও তাহারা মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল; সূতরাং অচিরেই উহার সংবাদসমূহ তাহাদের নিকট পৌঁছাবে যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেছিল ।

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ نَسُوفٌ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑥

৭। তাহারা কি দেখে নাই যে, তাহাদের পূর্বে আমরা কত যুগের মানুষকে ধ্বংস করিয়াছি, তাহাদিগকে আমরা পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যেভাবে আমরা তোমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করি নাই এবং তাহাদের উপর আমরা মৃণনধারে বর্ষণশীল মেঘমালা পাঠাইয়াছিলাম; এবং এমন নহরসমূহ জারী করিয়াছিলাম যাহা তাহাদের তনদেশ দিয়া প্রবাহিত হইত;

أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَوْمٍ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ دَابَّةٍ أَوْ رِجَالٍ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ فِضْرًا زَلَالًا وَجَعَلْنَا الْآلِهَةَ نَجْرًا مِنْ عَذَابِ قَوْمٍ فَلَمْ يُدْعُوا بِدُعَائِهِمْ وَإِنَّا سَأَلْنَا مِنْ بَدَدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ ⑦

অতঃপর তাহাদের পাপ সমূহের জন্য আমরা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলাম, এবং তাহাদের পরে অন্য ধংশধরকে উদ্ভব করিয়াছিলাম।

৮। এবং যদি আমরা তোমার উপর কাগজে লিখিত কিতাব নাখেল করিতাম এবং উহাকে তাহারা নিজেদের হাত দিয়া স্পর্শ করিত, তবুও যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা অবশ্যই বলিত, 'ইহা যাদু ব্যতীত আর কিছুই নহে।'

৯। এবং তাহারা বলে, 'তাহার উপর কোন ফিরিশতা কেন নাখেল করা হয় নাই?' এবং যদি আমরা কোন ফিরিশতা নাখেল করিতাম, তাহা হইলে তো বিষয়বস্তুর ফয়সালাই করিয়া দেওয়া হইত, অতঃপর তাহাদিগকে কোন অবকাশ দেওয়া হইত না।

১০। এবং যদি আমরা তাহাকে (এই রসূলকে) ফিরিশতা করিতাম, তাহা হইলেও আমরা নিশ্চয় তাহাকে একজন পুরুষই করিতাম এবং তাহাদের উপর বিষয়টি আমরা সংশয়াচ্ছন্ন করিয়া দিতাম যাহাকে তাহারা নিজেরাই সংশয়াচ্ছন্ন করিতেছে।

১১। এবং তোমার পূর্ব ও রসূলগণকে ঠাট্টা-বিদূষ করা হইয়াছে, ফলে তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা হাসি-বিদূষ করিয়াছিল তাহাদিগকে উহাই পরিবেষ্টন করিয়াছিল যাহা নহিয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদূষ করিত।

১২। তুমি বল, 'তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল?'

১৩। তুমি বল, 'আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে ঐ সকল কাহার?' তুমিই বল, 'আল্লাহ্‌রই।' রহমতকে তিনি নিজের উপর অবধারিত করিয়া লইয়াছেন। নিশ্চয় তিনি তোমাদিগকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত একত্রিত করিয়া যাইতে থাকিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহারা নিজদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে তাহারা ই ঈমান আনিবে না।

১৪। রাগি ও দিবসে যাহা কিছু অবস্থান করিতেছে, সকলই তাহার। বস্তুতঃ তিনি সর্বপ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَسَوْهُ بِلَدِيمٍ  
لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ①

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ  
لَا مَرْتَبَ لَا يَنْظُرُونَ ②

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ  
مَا يَلْبَسُونَ ③

وَلَقَدْ اسْتَهْزَى بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَقَّ بِالَّذِينَ  
بُذِّلُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ④

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُكْذِبِينَ ⑤

قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُتِبَ عَلَى  
نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنْ يُبَيِّنَ لَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ  
فِيهِ الَّذِينَ خَيْرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑥

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْتِ وَالتَّهَارُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑦

১৫। তুমি বল, 'আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়া অন্য কাহাকেও অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিব অথচ তিনি আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর আদিপ্রষ্টা, এবং তিনিই (অন্যকে) আহার করান এবং তাঁহাকে আহার করানো হয় না?' তুমি বল, 'নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি তাহাদের মধ্যে প্রথম হই যাহার আত্মসমর্পণ করে।' এবং তুমি আদৌ মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

১৬। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমি উয় করি এক মহা দিনের আযাবকে, যদি আমি আমার প্রভুর অবাখাতা করি।'

১৭। সেই দিন যাহার উপর হইতে ইহা (আযাব) টলাইয়া দেওয়া হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে তিনি (আল্লাহ) তাহার প্রতি রহম করিয়াছেন; এবং ইহাই প্রকাশ্য সফলতা।

১৮। এবং যদি আল্লাহ তোমাকে ক্রোশে জড়াইয়া ফেলেন তাহা হইলে তিনি ছাড়া কেহই উহা দূর করিতে পারে না; এবং যদি তিনি তোমাকে কল্যাণমণ্ডিত করেন তাহা হইলে তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপরে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

১৯। বস্তুতঃ তিনি তাহার বান্দাগণের উপর প্রবল; এবং তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞাত।

২০। তুমি বল, 'সাক্ষাদানে কোন অস্তিত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ?' তুমি বল, 'আল্লাহ; তিনি আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। এবং এই কুরআন আমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে যেন আমি ইহা দ্বারা তোমাদিগকে এবং যাহাদের নিকট ইহা পৌঁছে (ভাবী আযাব সম্বন্ধে) সতর্ক করিতে পারি। কী! তোমরা কি বাস্তবিকই সাক্ষ্য দিতেছ যে, আল্লাহ্ বাতীরকে আরও অন্য মা'বুদ আছে?' তুমি বল, 'আমি (এইরূপ) সাক্ষ্য দিব না।' তুমি পুনরায় বল, 'তিনি নিজ সত্তায় এক অদ্বিতীয় মা'বুদ, এবং তোমরা যে সকল বস্তুকে (তাঁহার সহিত) শরীক কর, নিশ্চয় আমি ঐ সকল হইতে মুক্ত।'।

২১। যাহাদিগকে আমরা এই কিতাব দিয়াছি তাহারা উহাকে সেইভাবে চিনে যেভাবে তাহারা নিজ সন্তান-সন্ততিকে চিনে।

যাহারা নিজেদের আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, বস্তুতঃ তাহারা ইমান আনিবে না।

قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخَذُ وَلِيًّا فَاُولَئِكَ هُمُ الْاَوْفَرُ  
وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يَطْعَمُهُ قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ  
اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنُوْنَ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ۝

قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

مَنْ يُضْلِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَجِمَهُ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ  
الْيَسِيْنُ ۝

وَ اِنْ يَنْسَخِ اللَّهُ بُِضْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ  
وَ اِنْ يَنْسَخْ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝

قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اَللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنَ  
وَبَيْنَكُمْ وَاُنصَحْ اِلٰكْ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِأَنْذِرْكُمْ بِهِ  
وَمَنْ بَلَغْ اَنْذَرْتُكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اِلَهَةٌ  
اُخْرٰى قُلْ لَا اَشْهَدُ قُلْ اِنَّا هُمُ الْاِلٰهَ وَاحِدٌ  
وَ اِنِّىْ بَرِيْءٌ مِّمَّا تَشْرِكُوْنَ ۝

الَّذِيْنَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَكَ كَمَا يَعْرِفُوْنَ

اَبْنَاءَهُمْ الَّذِيْنَ خَسِرَواْ اَنْفُسَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

২২। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাহার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে? নিশ্চয় যালেমরা কখনও সফলকাম হয় না।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং (চিন্তা কর সেই দিনের) যে দিন আমরা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিব; অতঃপর যাহারা (আল্লাহর সহিত) শরীক করিয়াছে, আমরা তাহাদিগকে বলিব, 'তোমাদের ঐ সকল শরীক কৌথায়, যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা (শরীক বলিয়া) বিশ্বাস করিতে?

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جُنُودًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مِمَّنْ شُرَكَاءُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُزْعَمُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। তখন এই কথা বলা ছাড়া তাহাদের আর কোন অজুহাত থাকিবে না যে, 'আমাদের প্রভু, আল্লাহর কসম আমরা মোশরেক ছিলাম না।'

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٤﴾

২৫। দেখ! কিভাবে তাহারা তাহাদের নিজেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিবে। এবং তাহারা যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিত, তাহাদিগ হইতে প্রসব উধাও হইয়া যাইবে।

أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং তাহাদের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা তোমার দিকে কান পাতিয়া রাখে; কিন্তু আমরা তাহাদের হৃদয়ের উপর পর্দা ফেলিয়া দিয়াছি যেন তাহারা উহা বুঝিতে না পারে এবং তাহাদের কর্ণে বধিরতা (সৃষ্টি করিয়াছি)। অবস্থা এই যে, তাহারা যদি সকল প্রকার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তবুও তাহারা উহার উপর ঈমান আনিবে না; এমন কি যখন তাহারা তোমার সঙ্গে বিতর্ক করিতে করিতে তোমার নিকট উপস্থিত হয়, তখন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'ইহা প্রাচীন লোকদের কিচ্ছা-কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে।'

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّتَّبِعُ الْيَلِكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا إِلَهِيًّا لَا يُوَئِنُّونَهَا حُجَّةً إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾

২৭। তাহারা ইহা হইতে (অন্যদেরকেও) রোধ করে এবং নিজেরাও ইহা হইতে দূরে থাকে। বস্তুতঃ তাহারা নিজদিগকে ছাড়া অন্য কাহাকেও ধ্বংস করে না, কিন্তু তাহারা ইহা বুঝে না।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْوَن عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং তুমি যদি দেখিতে পাইতে, যখন তাহাদিগকে আগুনের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে, তখন তাহারা বলিবে, 'হায়! যদি আমাদের প্রভুর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতাম না, এবং আমরা মো'মেনদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।'

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ دُفِعُوا عَلَى النَّارِ لَقَالُوا يَلَيْسَ بِنَارٍ لَّا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَلَوْ كُنَّا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٨﴾

২৯। বরং তাহারা যাহা পূর্বে গোপন করিতেছিল উহা (এখন) তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়াছে। এবং যদি তাহাদিগকে ফেরৎ পাঠাইয়া দেওয়া হইত, তবুও তাহারা পুনরায় নিশ্চয় সেই বিষয়ের দিকে ফিরিয়া যাইত যাহা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল। এবং নিশ্চয় তাহারা ই মিথ্যাবাদী।

بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رَفَضُوا  
لَكَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٩﴾

৩০। এবং তাহারা বলে, 'আমাদের পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন কিছু নাই, এবং আমরা পুনরুত্থিতও হইব না।'

وَقَالُوا إِنَّمَا الْحَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا غِنَىٰ يَوْمُؤُنَ ﴿٣٠﴾

৩০]

৩১। এবং তুমি যদি দেখিতে পাইতে যখন তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে এবং তিনি বলিবেন, 'ইহা কি সত্য নহে?' তাহারা বলিবে, 'কেন নহে, আমাদের প্রভুর শপথ।' তিনি বলিবেন, 'তাহা হইলে তোমরা আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর যেহেতু তোমরা অস্বীকার করিতে।'

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يُقَالُ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ الْإِنْسُ هَذَا بِالْحَقِّ  
قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ  
تَكْفُرُونَ ﴿٣١﴾

৩২। যাহারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এমন কি যখন সহসা তাহাদের উপর নির্দিষ্ট মুহূর্ত আসিবে তখন তাহারা বলিবে, 'হায়! আমরা এই (মুহূর্ত) সম্বন্ধে যে অবহেলা করিয়াছিলাম উহার জন্য আমাদের পরিতাপ।' এবং (তখন) তাহারা নিজেদের বোঝা নিজেদের পিঠের উপর বহন করিবে। শোন! তাহারা যাহা বহন করিবে তাহা অতিশয় মন্দ।

فَذُخِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِقَاءِ اللَّهِ تَعَذُّبًا لِّمَا كَانُوا  
يَفْعَلُونَ قَالُوا يُخَسِرُنَا عَلَىٰ مَا قَرَضْنَا فَهِيَ لَا  
وَهُمْ يَحْسِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا  
يُرِيدُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক এবং আমোদ-প্রমোদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এবং যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য পরকালের আবাস নিশ্চয় উৎকৃষ্টতর। তবুও কি তোমরা বৃদ্ধি প্রয়োগ করিবে না?

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَلِلْآخِرَةِ  
خَيْرٌ لِّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪। আমরা অবশ্যই জানি যে, তাহারা যাহা বলে তাহা নিশ্চয় তোমাকে দুঃখ দেয়; কারণ তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে না বরং যালেমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।

فَذَعِمُوا أَنَّهُ بِعِزَّتِكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا  
يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং নিশ্চয় তোমার পূর্বেও রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা এবং তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের নিকট আমাদের সাহায্য আসিয়া

وَلَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا  
وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ  
وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَائِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٥﴾

পৌছিল। আল্লাহর কথাকে পরিবর্তনকারী কেহ নাই।  
এবং তোমার নিকট রসূলগণের কতক সংবাদ অবশ্যই  
পৌঁছিয়াছে।

৩৬। এবং যদি তোমার জনা তাহাদের বিমুখতা দৃঃসহ হইয়া  
থাকে তাহা হইলে ভূগর্ভে কোন সূড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন  
সিঁড়ি অনুসন্ধান কর যদি তোমার সাধা থাকে, অতঃপর  
তাহাদিগকে কোন নিদর্শন আনিয়া দাও। এবং যদি আল্লাহ্  
চাহিতেন তাহা হইলে অবশ্যই তিনি তাহাদের সকলকে  
হেদায়াতের উপর সমবেত করিতেন। সূতরাং তুমি অজ্ঞদিগের  
অন্তর্ভুক্ত হইও না।

وَإِنْ كَانَ كِبَرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اشْتَغَلَتْ أَنْ  
تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ  
بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا  
تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ⑥

৩৭। যাহারা শুনে, একমাত্র তাহারাই ডাকে সাড়া দেয়। এবং  
মৃতদের ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে উদ্ধৃত  
করিবেন; অতঃপর তাহাদিগকে তাহারই নিকটে প্রত্যাবর্তন  
করা হইবে।

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْعَوْنَ وَاللَّوْثَى بَعَثَهُمْ  
اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ⑦

৩৮। এবং তাহারা বনে; 'তাহার উপর তাহার প্রভুর নিকট  
হইতে কোন নিদর্শন কেন নাহেল করা হয় নাই?' তুমি বল,  
'আল্লাহ্ নিশ্চয় নিদর্শন নাহেল করিতে ক্ষমতাবান, কিন্তু  
তাহাদের অধিকাংশই জানে না।'

وَمَا لَوْ لَا نَزَّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنْ اللَّهُ  
مَا دَرَسَ عَلَى أَنْ يَنْزِلَ آيَةٌ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا  
يَعْلَمُونَ ⑧

৩৯। এবং ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণশীল জন্তু আছে এবং এমন যত  
পাখী আছে যাহারা স্ব স্ব ডানাদ্বয়ের সাহায্যে উড়য়ন করে,  
তাহারাও তো তোমাদের মতই জাতি বিশেষ। আমরা এই  
কিভাবে কোন বিষয়ই বাদ দেই নাই। অতঃপর তাহাদিগকে  
তাহাদের প্রভুর নিকট সমবেত করা হইবে।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلِيرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ  
إِلَّا أَمَرَ أَتَمًّا لَكُمْ مَا قَرَضْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ  
إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ⑨

৪০। এবং যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া  
প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা বধির ও মূক, অন্ধকাররাশির  
মাধ্য নিপতিত। আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন তাহাকে পথদ্রষ্ট হইতে  
দেন, যাহাকে চাহেন তাহাকে সরল-সুদৃঢ় পথে প্রতিষ্ঠিত করেন।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّ وَكُمٌ فِي الظُّلُمَاتِ  
مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُضِلُّهُ وَمَنْ يَشَاءُ يُجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ  
مُسْتَقِيمٍ ⑩

৪১। তুমি বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা  
হইলে তোমরা কি চিন্তা করিয়া বলিবে যে, যদি তোমাদের উপর  
আল্লাহর শাস্তি আসে অথবা সেই (প্রতিশ্রুত) মুহূর্ত আসিয়া  
পড়ে তখন তোমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহাকেও  
ডাকিবে?

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَاكُمْ السَّاعَةُ  
غَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑪

৪২। বরং তোমরা কেবল তাঁহাকেই ডাকিবে, অতঃপর যে কারণে তোমরা তাঁহাকে ডাকিবে, তিনি ইচ্ছা করিলে উহা নিশ্চয় দূর করিয়া দিবেন এবং তোমরা যাহা (তাঁহার সঙ্গে) শরীক করিতেছ তাহা তোমরা-বিসমৃত হইবে।

بَلْ إِنَّمَا تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ  
ع وَتَتَّبِعُونَ مَا تَشْرَكُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্ববর্তী জাতিগুলির নিকট (রসূল) প্রেরণ করিয়াছিলাম, অতঃপর আমরা তাহাদিগকে আর্থিক সংকট এবং শারীরিক কষ্টে আক্রান্ত করিয়াছিলাম যেন তাহারা বিনয়্যাবনত হয়।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسِ  
وَالضَّرَآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَمَّنُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। অতএব, যখন তাহাদের উপর আমাদের শাস্তি আসিল তখন তাহারা কেন বিনীত হইল না? বরং তাহাদের অন্তর আরও কঠিন হইয়া গেল এবং তাহারা যে কাজকর্ম করিত শয়তান উহা তাহাদের জন্য আরও সুশোভন করিয়া দেখাইল।

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ  
وَكَانَتْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। অতঃপর, তাহাদিগকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল যখন তাহারা উহা-বিসমৃত হইল, তখন আমরা তাহাদের উপর সকল বিষয়ের দুয়ার খুলিয়া দিলাম—এমন কি তাহাদিগকে যাহা প্রদান করা হইয়াছিল উহাতে যখন তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইল, তখন আমরা অকস্মাৎ তাহাদিগকে ধৃত করিলাম; তখন দেখ! তাহারা একেবারে নিরাশ হইয়া গেল।

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ  
شَيْءٍ خَلَّتْ إِذَا فِرَاجًا يَمَآ أَوْتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً  
فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬। অতএব, সেই জাতির মনোচ্ছেদ করা হইল যাহারা অত্যাচার করিয়াছিল; বস্তুতঃ সকল প্রশংসা আল্লাহুর যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক।

فَلَطَعَ دَائِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ  
الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭। তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া বলিবে যে, যদি আল্লাহ্ তোমাদের শ্রবণ-শক্তি ও দৃষ্টি-শক্তি কাড়িয়া লন এবং তোমাদের অন্তরের উপর মোহরাক্তি করিয়া দেন, তাহা হইলে আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'ব্দ আছে কি যে উহা তোমাদিগকে ফিরাইয়া দিবে?' দেখ, আমরা কিরূপে আয়াতসমূহকে বার বার বিভিন্ন ধারায় বর্ণনা করি, কিন্তু তবুও তাহারা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَبَصَارَكُمْ وَخَمَّ  
عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ أَنْظُرْ  
كَيْفَ تَصِفُوا أَلْوَابَ الَّذِينَ هُمْ يَصِدُّونَ ﴿٤٧﴾

৪৮। তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া বলিবে যে, যদি আল্লাহুর আশ্বাব তোমাদের উপর অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্যভাবে আপতিত হয় তাহা হইলে যালেম জাতি ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও কি ধ্বংস করা হইবে?'

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْكَمَ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ  
جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং আমরা রসূলগণকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রাখেই প্রেরণ করিয়া থাকি। সুতরাং যাহারা ঈমান আনে এবং সংশোধন করে — সেই অবস্থায় তাহাদের জন্য কোন ভয়ও থাকিবে না এবং তাহারা চিন্তিতও হইবে না।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ  
فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾

৫০। এবং যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, আযাব তাহাদিগকে আক্রান্ত করিবে যেহেতু তাহারা দুর্দ্ধর্ম করিত।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَتَسَحَّرُ الْمُعَالِبُ بِمَا كَانُوا  
يَفْسُقُونَ ﴿٥٠﴾

৫১। তুমি বল, 'আমি তোমাদিগকে বলি না : আমার নিকট আল্লাহ্র ধন-ভাতারসমূহ রহিয়াছে, না আমি অদৃশ্য বিষয় অবগত আছি; এবং না আমি তোমাদিগকে বলি, 'আমি নিশ্চয় ফিরিশতা; আমি কেবল উহারই অনুসরণ করি যাহা আমার প্রতি ওহী করা হয়।' তুমি বল, 'অল্ল ও চক্ষুমান কি সমান হইতে পারে?' তবুও তোমরা কি চিন্তা কর না?

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِيَ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ  
الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنَّا سَيِّعٌ إِلَّا مَا  
يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ إِنَّمَا  
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

৫২। এবং তুমি ইহা দ্বারা সেই সকল লোককে সতর্ক কর যাহারা ভয় করে যে, তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর সম্মুখে সমবেত করা হইবে, তখন তিনি বাতীত তাহাদের কোন অভিভাবক হইবে না এবং কোন শাফাআতকারীও (সুপারিশকারী) হইবে না, (সতর্ক কর) যেন তাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

وَأَنذِرْ لَهُ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ  
لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ  
يَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং তুমি ঐসকল লোককে তাড়াইও না যাহারা নিজেদের প্রভুকে তাঁহার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সকাল ও সন্ধ্যায় ডাকে। তোমার উপর তাহাদের হিসাবের কোন দায়িত্ব নাই এবং তোমার হিসাবেরও কোন দায়িত্ব তাহাদের উপর নাই। অতএব, তুমি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলে অবশ্যই তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَصِيِّ  
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ  
وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ  
 مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং এইরূপে আমরা তাহাদের কতকজনকে অন্য কতকজন দ্বারা পরীক্ষা করি যেন তাহারা বলে, 'আমাদের মধ্য হইতে কি এই সকল (তুচ্ছ) লোকই রহিয়াছে যাহাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন?' আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞ লোকগণকে সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন না?

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ  
مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيِّنَاتٍ لَّيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ  
بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٤﴾



৫৫। এবং যখন ঐ সকল লোক তোমার নিকট আসে যাহারা আমাদের আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, তখন তুমি বল, 'তোমাদের উপর শাস্তি বর্ষিত হউক ! তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভু নিজের উপর রহমতকে নির্ধারিত করিয়া লইয়াছেন যে, তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি অজ্ঞতা বশতঃ মন্দ কাজ করে এবং উহার পর সে তওবা করে এবং নিজের সংশোধন করিয়া লয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।'

৫৬। এবং আমরা এইরূপে আয়াতসমূহকে বিশদভাবে বর্ণনা করি এবং যেন অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হইয়া যায় ।

৫৭। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে ডাক, আমাকে ঐগুলির ইবাদত করিতে নিষেধ করা হইয়াছে ।' তুমি বল, 'আমি তোমাদের হীন বাসনার অনুসরণ করি না । এইরূপ করিলে আমি বিপথগামী হইব এবং আমি হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকসপের অন্তর্ভুক্ত থাকিব না ।'

৫৮। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমি আমার প্রভুর সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর আছি—তথাপি তোমরা উহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছ । যাহা লইয়া তোমরা তাড়াহড়া করিতেছ উহা আমার নিকট নাই । সিদ্ধান্ত কেবল আল্লাহর আয়ত্তে আছে; তিনি সত্যকে ব্যাখ্যা করেন এবং তিনি ফয়সালাকারীগণের মধ্যে সর্বোত্তম ।'

৫৯। তুমি বল, 'যে বিষয় লইয়া তোমরা তাড়াহড়া করিতেছ যদি উহা আমার নিকট থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় আমার এবং তোমাদের মধ্যকার বিষয়ে ফয়সালা হইয়া যাইত । এবং আল্লাহ্ যালেমদিগের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত ।'

৬০। এবং অদৃশ্যের চাবিসমূহ তাঁহারই নিকট ; তিনি ব্যতিরেকে উহা কেহ জানে না । এবং জলে ও স্থলে যাহা কিছু আছে তিনি উহা জানেন । এবং একটি পাতাও পড়ে না যাহা তিনি জানেন না ; এবং ভূ-গর্ভের অন্ধকারাশির মধ্যে এমন কোন শসাবীজ নাই এবং এমন কোন রসালো বস্তু নাই এবং এমন কোন গুচ্ছ বস্তু নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে (সংরক্ষিত) নাই ।

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِأَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ وَلِيَسْتَيْسِرَ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝

قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عَزَايَ مَا تَنْتَحِلُونَ ۝ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضَى الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ۝

قُلْ لَوْ أَنِّي عِنْدِي مَا تَسْتَحِيلُونَ بِهِ لَقَعُوقَ الْأَمْرِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ۝

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يُعَلِّمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَنْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَأْسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

৬১। এবং তিনিই রাব্বিকালে নিদ্রায় তোমাদিগকে মৃত্যু দেন এবং দিবসে তোমরা যাহা কিছু অর্জন কর তাহা তিনি জানেন; অতঃপর তিনিই উহাতে (নিদ্রার পর) তোমাদিগকে উদ্বিগ্ন করেন যেন নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়। অতঃপর তাহারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে তোমরা যে কাজ-কর্ম করিতে উহা সম্বন্ধে অবহিত করিবেন।

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقَظَّ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦١﴾

৬২। এবং তিনিই তাহার বান্দাগণের উপর প্রবল, এবং তিনি তোমাদের উপর হিসাবরতকারী প্রেরণ করেন—এমন কি যখন তোমাদের কাহারও উপর মৃত্যু আসে তখন আমাদের প্রেরিতগণ (ফিরিশ্তাগণ) তাহাকে মৃত্যুদেয় এবং তাহারা কোন দ্রুতি করে না।

وَهُوَ الْغَالِيُّ قُوَّةً عِبَادَهُ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۖ خَتَمَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفُّتَهُ ۖ رُسُلَنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩। অতঃপর, তাহাদিগকে আলাহুর দিকে ফিরাইয়া লওয়া হয়, যিনি তাহাদের প্রকৃত প্রভু। শুন! সিদ্ধান্ত তাহারই আয়ত্তে। এবং হিসাব গ্রহণকারীগণের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা তৎপর।

ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ خَالِقًا ۚ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاكِمِينَ ﴿٦٣﴾

৬৪। তুমি বল, 'কে তোমাদিগকে স্থল ও জলের অন্ধকার রাশি (বিপদাবলী) হইতে রক্ষা করেন, যখন তোমরা তাহাকে সকাতে এবং সংসাপনে (এই বলিয়া) ডাক যে, যদি তিনি আমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করেন তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞ বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ لَئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشُّكْرِينَ ﴿٦٤﴾

৬৫। তুমি বল, 'আলাহ্ তোমাদিগকে উহা হইতে এবং সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট হইতে রক্ষা করেন, তথাপি তোমরা (তাহার সহিত) শরীক কর।'

قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬। তুমি বল, 'তিনি ইহার উপরও শক্তিমান যে তিনি তোমাদের উপর তোমাদের উর্ধ্ব দেশ হইতে অথবা তোমাদের পদতল হইতে শাস্তি প্রেরণ করেন অথবা তোমাদিগকে বিভিন্ন দলে (বিভক্ত করিয়া) সংঘর্ষে লিপ্ত করেন এবং তোমাদের কতকজনকে কতকজনের আক্রমণের স্বাদ গ্রহণ করান।'

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذَيِّقَ بَعْضَكُمْ بِأَسْبَغِضٍ أَنْظَرَ كَيْفَ تَصْرِفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٦﴾

লক্ষ্য কর, কিরূপে আমরা আয়াতসমূহ বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করি যেন তাহারা বুঝিতে পারে।

৬৭। এবং তোমার জাতি ইহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, অথচ ইহাই সত্য; তুমি বল, 'আমি তোমাদের উপর কোন অভিভাবক নহি।'

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَنْتَ عَلَيْهِمْ  
يَوْمَئِذٍ ۝

৬৮। প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণীর (পূর্ণতার) জন্য এক নির্দিষ্ট মিয়াদ আছে, এবং অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে।

لِكُلِّ نَبَأٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

৬৯। এবং যখন তুমি তাহাদিগকে দেখ যাহারা আমাদের নিদর্শন সমূহ সম্বন্ধে বাজে কথায় মগ্ন হয়, তখন তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও যতরূপ পর্যন্ত না তাহারা উহা ছাড়া অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। এবং যদি শয়তান তোমাকে ভুলাইয়া দেয় তাহা হইলে সন্মরণ হওয়ার পর তুমি কখনও যালেম জাতির সঙ্গে বসিবে না।

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

৭০। এবং যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের উপর উহাদের হিসাব-নিকাশের কোন অংশ বর্তিবে না, কিন্তু (তাহাদের জিম্মায়) উপদেশ দান করার দায়িত্ব রহিয়াছে যাহাতে তাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَقْتُولُونَ مِنْ جُنَايِهِمْ مِنْ شَيْءٍ  
وَكَلَّا لَوْلَا أَنَّهُمْ يَقْتُولُونَ ۝

৭১। এবং তুমি তাহাদিগকে বর্জন কর যাহারা নিজদের ধর্মকে ক্রীড়া-কৌতুক এবং আমোদ-প্রমোদরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং পার্থিব জীবন তাহাদিগকে প্রতারণিত করিয়াছে। এবং তুমি তাহাদিগকে ইহা (কুরআন) দ্বারা উপদেশ দিতে থাক যেন কোন আত্মা তাহার কৃত-কর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যাহারা জন্য আল্লাহ বাতীত না কোন অভিভাবক হইবে এবং না কোন শাস্ত্র-আতকারী হইবে; এবং যদি সে সকল প্রকার মস্তি-পনও পেশ করে তথাপি তাহার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করা হইবে না। ইহারাই এমন লোক যাহাদিগকে তাহাদের কৃত-কর্মের দরুন ধ্বংস করা হইবে। তাহাদের জন্য পানীয় হইবে উত্তম পানি এবং যন্তুগাদায়ক শাস্তি, যেহেতু তাহারা অবিস্থাস করিত।

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا فِيهِمْ لُبًّا وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ  
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَذَكَّرَ بِهِ أَنْ تُنْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ  
لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا سَعِيَةٌ ۚ وَإِنْ  
تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ  
أُبَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَكْفُرُونَ ۝

৭২। তুমি বল, 'আমরা কি আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন কিছুকে ডাকিব যাহা না আমাদের কোন উপকার করিতে পারে এবং না আমাদের কোন অপকার করিতে পারে; এবং আল্লাহ আমাদের কোন উপকার দিতে দেওয়ার পরও কি আমরা আমাদের গোড়ালির উপর (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) সেই বাজির ন্যায় প্রত্যাবর্তিত হইব, যাহাকে শয়তানরা প্রলুব্ধ করিয়া ডুপুটে

قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا لِأَعْيُنِنَا  
وَنُرْزِقُ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰ اللَّهُ سَبِيلَنَا  
كَانَ اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَّهَ أَضْحَبُ

হতবুদ্ধি করিয়াছে ? তাহার কতক সঙ্গী আছে, যাহারা তাহাকে হেদায়াতের দিকে এই বলিয়া ডাকে, 'আমাদের নিকট আস।' তুমি বল, 'নিশ্চয় আল্লাহর হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত ; এবং আমরা আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমরা সমগ্র জগতের প্রতিপালকের সমীপে আত্মসমর্পণ করি ।'

يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ اُنْتَبِهْ قُلْ اِنَّ هُدَىٰ اللّٰهِ  
هُوَ الْهُدَىٰ وَاْمَرْنَا لِسُلَيْمٍ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٠﴾

৭৩ । এবং (আমরা আরও আদিষ্ট হইয়াছি) যে, 'তোমরা নামায কায়েম কর এবং তাঁহার তাকওয়া অবলম্বন কর ; এবং তিনিই সেই সত্তা যাঁহার নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে ।'

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوْهُ وَهُوَ الَّذِیْ اِلَيْهِ  
تُخْشَرُوْنَ ﴿٦١﴾

৭৪ । এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে যথাযথ প্রকার সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যেদিন তিনি বলিবেন, 'হও,' তখন উহা হইয়া যাইবে । তাঁহার কথাই সত্তা ; এবং যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, সেদিন সর্বাধিপত্য একমাত্র তাঁহারই হইবে । তিনি গুপ্ত ও বাস্তব সকল বিষয়ে পরিজ্ঞাত । বস্তুতঃ তিনি পরম প্রজাময়, সবিশেষ অবহিত ।

وَهُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ الْحَقِّیُّ وَیَوْمَ  
یَقُوْلُ کُنْ فِیْکُوْنُ هُوَ الْقَوْلُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ یَوْمَ  
یُنْفَخُ فِی الصُّوْرِ عَلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ  
الْحَكِیْمُ الْخَبِیْرُ ﴿٦٢﴾

৭৫ । এবং (সমরণ কর) যখন ইব্রাহীম তাহার পিতা আশ্বরকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি কি মূর্তিসমূহকে মা'বদরূপে গ্রহণ করিতেছ ? নিশ্চয় আমি তোমাকে এবং তোমার জাতিককে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে দেখিতেছি ।'

وَإِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ لَإِیْمٰهٖ اَزَّرَ اَنْتَیْذُ اَصْنٰمًا اِلٰهَةً  
اِنِّیْ اَرٰیكَ وَقَوْمَكَ فِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿٦٣﴾

৭৬ । এবং এইভাবে আমরা ইব্রাহীমকে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর পরিচালন-বাবস্থা দেখাইলাম (যেন তাহার জ্ঞান পূর্ণ হয়) এবং যেন সে দৃঢ় বিশ্বাসীগণের অন্তর্ভুক্ত হয় ।

وَكَذٰلِكَ رَئٰی اِبْرٰهٖمَ مَلٰٓئِكَتِ السَّمٰوٰتِ  
وَالْاَرْضِ وَیَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿٦٤﴾

৭৭ । এবং যখন রাত্রি তাহার উপর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল, তখন সে একটি নক্ষত্র দেখিল । সে বলিল, 'ইহা আমার প্রভু (হইতে পারে) ?' কিন্তু উহা যখন অস্তমিত হইল, তখন সে বলিল, 'আমি অন্তিমামীদিগকে ভ্রান্তবাসি না ।'

فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَاْ كَوْكَبًا ؕ قَالَ هٰذَا رَبِّیْ  
فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا اُحِبُّ الْاٰفِلِیْنَ ﴿٦٥﴾

৭৮ । অতঃপর, যখন সে চন্দ্রকে জ্যোতির্ময়রূপে দেখিল, সে বলিল, 'ইহা আমার প্রভু (হইতে পারে) ?' অতঃপর, যখন উহা অস্তমিত হইল, সে বলিল, 'যদি আমার প্রভু আমাকে হেদায়াত না দিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি পঞ্চদশ জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতাম ।'

فَلَمَّا سَرَ اَلْقَمَرَ بَاْرِعًا قَالَ هٰذَا رَبِّیْ فَلَمَّا أَفَلَ  
قَالَ لَیْن لَّمْ یَهْدِیْنِیْ رَبِّیْ لَا کُوْنْتُ مِنَ الْقَوٰمِ  
الصَّٰلِحِیْنَ ﴿٦٦﴾

৭৯। অতঃপর, যখন সে সূর্যকে জ্যোতির্ময়রূপে দেখিল, তখন সে বলিল, 'ইহা আমার প্রভু (হইতে পারে)? ইহা সর্বাপেক্ষা বড়।' অতঃপর, যখন উহাও অস্তমিত হইল, তখন সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা যাহা (আল্লাহ্র সহিত) শরীক কর আমি উহা হইতে মৃত্যু;

৮০। নিশ্চয় আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ তাহারই দিকে ফিরাইতেছি যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি মনোরেকদের অন্তর্ভুক্ত নহি।'

৮১। এবং তাহার জাতি তাহার সহিত বিতর্ক করিল। তখন সে বলিল, 'তোমরা কি আমার সঙ্গে আল্লাহ্র সম্বন্ধে তর্ক করিতেছ, অথচ তিনি আমাকে হেদায়াত দান করিয়াছেন? এবং তোমরা যাহাকে তাহার সহিত শরীক করিতেছ উহাকে আমি আদৌ ভয় করি না,—আমার প্রভু যাহা চাহিবেন তাহা বাতিরেকে। আমার প্রভু জান দ্বারা প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?'

৮২। এবং আমি কিরূপে উহাকে ভয় করিতে পারি যাহাকে তোমরা (আল্লাহ্র সহিত) শরীক করিতেছ, যখন তোমরা আল্লাহ্র সহিত এমন কিছুকে শরীক করিতে ভয় কর না যাহার সম্বন্ধে তিনি তোমাদের উপর কোন প্রমাণ নাযেন করেন নাই?' যদি তোমরা জান রাখ তাহা হইলে বল, উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ নিরাপত্তা লাভের অধিক অধিকারী?

৮৩। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নিজেদের ঈমানকে অন্যায়ের সহিত মিশ্রিত করে নাই ইহারা ই এমন লোক যে তাহাদের জন্য নিরাপত্তা নির্ধারিত আছে এবং তাহারা ই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

৮৪। এবং ইহা ছিল আমাদের যুক্তি-প্রমাণ, যাহা আমরা ইব্রাহীমকে তাহার জাতির বিরুদ্ধে প্রদান করিয়াছিলাম। আমরা যাহাকে চাহি মর্যাদায় উন্নীত করি, নিশ্চয় তোমার প্রভু পরম প্রজাময়, সর্বজ্ঞানী।

৮৫। এবং আমরা তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব; আমরা তাহাদের প্রত্যেককে হেদায়াত দিয়াছিলাম; এবং ইতিপূর্বে আমরা হেদায়াত দিয়াছিলাম নূহকে এবং তাহার বংশধর হইতে দাউদ এবং সুলায়মান এবং আইউব এবং ইউসুফ এবং মুসা এবং হারুনকে। এবং এইরূপে আমরা সৎকর্মশীলদিগকে প্রতিদান দিয়া থাকি।

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ  
فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمُ إِنِّي بَرِّي وَمِمَّا تَشْكُرُونَ ۝

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ  
هَدَيْتُ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ  
رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ  
أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانُ  
فَأَيُّ الْقَرِينَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ  
لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ۝

وَلَكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ  
وَرَجَّتْ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا  
هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ  
وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ  
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

৮৬। এবং (আমরা হেদায়াত দিয়াছিলাম) যাকারিয়া এবং ইয়াহুয়া এবং ইসা এবং ইলিয়াসকে; তাহারা সকলেই সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَذِكْرُنَا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾

৮৭। এবং (আমরা হেদায়াত দিয়াছিলাম) ইসমাইল এবং আলইয়াসায়্যা এবং ইউনুস এবং লুতকে; এবং তাহাদের প্রত্যেককেই আমরা বিশ্ববাসীগণের উপর প্রেচত্ব দিয়াছিলাম।

وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾

৮৮। এবং (প্রেচত্ব দিয়াছিলাম) তাহাদের পিতৃপুরুষগণ এবং তাহাদের বংশধরগণ এবং তাহাদের ভ্রাতৃবন্দ হইতে অনেককেই, এবং আমরা তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে হেদায়াত দান করিয়াছিলাম।

وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٨﴾

৮৯। ইহাই আল্লাহর হেদায়াত, তিনি নিজ বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন ইহা দ্বারা হেদায়াত দান করেন; এবং যদি তাহারা শিরূক করিত, তাহা হইলে তাহারা যে কর্ম করিত সবই নিফল হইত।

ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

৯০। ইহাই হইতেছে ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে আমরা কিতাব এবং শাসনক্রমতা এবং নবুওয়াত দান করিয়াছিলাম। অতএব, যদি এই সকল লোক ইহাকে অস্বীকার করে, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা ইহা অন্য এক জাতির উপর নাস্ত করিয়াছি যাহারা ইহার অস্বীকারকারী নহে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٩٠﴾

৯১। ইহাই ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে আল্লাহ হেদায়াত দান করিয়াছেন, সূতরাং তুমি তাহাদের হেদায়াতের অনুসরণ কর। তুমি বল, 'আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন পারিশ্রমিক চাহি না; ইহা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ বই কিছু নহে।'

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَقْبَدَهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾

৯২। তাহারা আল্লাহকে যোগ্য মর্যাদা দেয় নাই, যখন তাহারা এই কথা বলিল, 'আল্লাহ কোন মানুষের উপর কিছুই নাযেন করেন নাই।' তুমি বল, 'কে ঐ কিতাব নাযেন করিয়াছিল যাহা মুসা লইয়া আসিয়াছিল যাহা মানুষের জন্য নূর এবং হেদায়াত-স্বরূপ—তোমরা ইহাকে পাতায় পাতায় (খণ্ড-বিখণ্ড) করিতেছ, উহার কতকাংশ তোমরা প্রকাশ করিতেছ এবং অনেকাংশ গোপন করিতেছ; অথচ তোমাদিগকে এমন কিছু শিখানো হইয়াছে যাহা না তোমরা জানিতে এবং না তোমাদের পিতৃপুরুষগণ?' তুমি বল, 'আল্লাহ।' অতঃপর তুমি তাহাদিগকে তাহাদের বৃথা পক্ষ-পুজবের মধ্যে খেলাধুলা করিতে ছাড়িয়া দাও।

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ قُرْآنًا يَسْتَوْدُونَهَا وَيُتَخَفُونَ كَثِيرًا وَعَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أُنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ تَعَزَّزَ فِي قُرُونِهِم يُلْعَبُونَ ﴿٩٢﴾

৯৩। এবং ইহা এমন এক অতীব বরকতপূর্ণ কিতাব, যাহাকে আমরা নাযেল করিয়াছি, যাহা উহার পূর্ববর্তীর (বাণীর) সত্যায়নকারী, আর যেন তুমি ইহার দ্বারা জনপদ-জননী (মক্কাবাসী)কে এবং তাহাদিগকে সতর্ক করিতে পার যাহারা ইহার চতুঃপাশ্বে রহিয়াছে। এবং যাহারা ঈমান আনে পরকালের উপর, তাহারা ঈমান আনে ইহার (কুরআনের) উপর এবং তাহারা তাহাদের নামায়ের হিফায়ত করে।

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٣﴾

৯৪। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী কে যে জানিয়া বুঝিয়া আল্লাহ্র উপর মিথ্যা রচনা করে অথবা বলে, 'আমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে,' অথচ তাহার প্রতি কিছুই ওহী করা হয় নাই, এবং যে বলে, 'আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন উহার অনুরূপ (বাণী) আমিও নিশ্চয় নাযেল করিব?' এবং তুমি যদি (সেই সময়কে) দেখিতে, যখন অত্যাচারীগণ মৃত্যুর যন্ত্রণায় থাকিবে এবং ফিরিশ্তাগণ তাহাদের হাত (এই বলিয়া) বাড়াইবে, 'তোমরা তোমাদের প্রাণ বাহির কর। তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে যে সকল অসঙ্গত কথা বলিতে এবং তাহার আয়াত সমূহের বিরুদ্ধে যে অহংকার করিতে, আজিকার দিন তোমাদিগকে উহার প্রতিফলে লাঞ্ছনাজনক শাস্তি দেওয়া হইবে।'

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلَ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْكِبُونَ ﴿٩٤﴾

৯৫। এবং (এখন) তোমরা আমাদের সম্মুখে তেমনি একা একা উপস্থিত হইয়াছ যেভাবে আমরা তোমাদিগকে প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছিলাম এবং আমরা তোমাদিগকে যাহা কিছু দান করিয়াছিলাম উহা তোমরা তোমাদের পিঠের পিছনে ছাড়িয়া আসিয়াছ; এবং আমরা যে (এখন) তোমাদের সঙ্গে তোমাদের সেই সকল সুপারিশকারীকে দেখিতে পাইতেছি না যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা ধারণা করিতে যে, তাহারা তোমাদের ব্যাপারে (আল্লাহ্র) শরীক। এখন তোমাদের পরস্পরের সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তোমরা যাহা কিছু ধারণা করিতে এখন সে সব তোমাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে।

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ ﴿٩٥﴾ لَقَدْ نَقَعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٦﴾

৯৬। নিশ্চয় আল্লাহ্ শস্য-বীজ ও আঁটিসমূহের অংকুর উদ্ভেদকারী। তিনি মৃত হইতে জীবিতকে বাহির করেন এবং তিনিই জীবিত হইতে মৃতের বহিষ্কারকারী। এইতো তোমাদের আল্লাহ্; অতএব, তোমাদিগকে কোন দিকে

إِنَّ اللَّهَ قَالِبُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ قَالِيَ تَوْفَكُونَ ﴿٩٧﴾

৯৭। তিনি উহার উন্মেষকারী। এবং তিনিই রাত্রিকে আরামের জন্য এবং চন্দ্র ও সূর্যকে (সময়) গণনার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা মহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানীর অমোঘ পরিমাপ।

৯৮। এবং তিনিই তোমাদের জন্য তারকারাজি সৃষ্টি করিয়াছেন যেন উহাদের সাহায্যে তোমরা স্থলের ও জলের অন্ধকাররাশির মধ্যে পথ নির্ণয় করিতে পার। আমরা জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

৯৯। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদিগকে একই আত্মা হইতে উদ্ভূত করিয়াছেন, এবং (তোমাদের জন্য) এক অস্থায়ী আবাস ও এক স্থায়ী বাসস্থান রহিয়াছে। আমরা বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি।

১০০। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর আমরা ইহার দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উদ্ভূত করি এবং প্রভৃতি হইতে সব্জ তরুলতা বাহির করি, যাহা হইতে স্তরে স্তরে সুবিনাস্ত শস্য দানা উৎপন্ন করি। এবং খেজুর বৃক্ষ হইতে অর্থাৎ উহার মাথি হইতে কাদিসমূহ (বাহির) হয়, যাহা ভারে ঝুকিয়া পড়ে। এবং আমরা আসুর ও মায়তুন এবং ডালিমের বাগানসমূহ সৃষ্টি করি, যাহাদের মধ্যে কিছু পরস্পর সদৃশ এবং কিছু বিসদৃশ। তোমরা লক্ষ্য কর উহার ফলের প্রতি যখন উহাতে ফল ধরে এবং উহার পরিপক্ব হওয়ার প্রতিও। নিশ্চয় ইহার মধ্যে মো'মেন জাতির জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।

১০১। এবং তাহার আত্মার সঙ্গে জিন্মকে শরীক স্থির করে, অথচ তিনিই উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহার প্রতি পুত্র ও কন্যা আরোপিত করে। তাহার যাহা বর্ণনা করে উহা হইতে তিনি পবিত্র এবং বহু উর্ধ্ব।

১০২। তিনিই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর আদি-প্রস্তু। কিরাপে তাঁহার পুত্র হইতে পারে যখন তাঁহার কোন স্ত্রী-ই নাই, এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে সর্বজ্ঞানী ?

فَالْيَوْمِ الْاِصْبَاحُ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَاءُ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ٩٩

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١٠٠

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ١٠١

وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قُوتٌ وَنَاقَةٌ وَجَنَّتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّمَنُ مَشْتَبِهًا وَغَيْرِ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٠٢

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ زَبَاتٍ يَغْفِرُ لَهُمْ سُنْعَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ١٠٣

بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٤



১০৩। ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রভু, তিনি ব্যতিরেকে কোন মা'বুদ নাই, তিনি প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা, অতএব তোমরা তাহার ইবাদত কর। এবং তিনিই প্রত্যেক বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক।

ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ لِأَلَّا هُوَ خَالِكٌ كُلِّ شَيْءٍ  
فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٣﴾

১০৪। দৃষ্টি তাহার নাগান পাইতে পারে না, কিন্তু তিনি দৃষ্টির নাগান পাইয়া থাকেন বস্তুতঃ তিনি স্ফুটতিস্ফুট, সমাক অবহিত।

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ  
الْغَافِقُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٤﴾

১০৫। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে চক্ষু উন্মীলনকারী প্রমাণসমূহ অবশ্যই সমাগত হইয়াছে; অতএব, যে ব্যক্তি দেখে ইহা তাহারই জন্য কল্যাণজনক, এবং যে অন্ধ থাকে ইহা তাহারই জন্য অকল্যাণজনক। বস্তুতঃ আমি তোমাদের উপর অভিভাবক নহি।

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ  
وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِخَفِيظٍ ﴿١٠٥﴾

১০৬। এবং এইরূপে আমরা নিদর্শনাবলী বিভিন্নভাবে বর্ণনা করি, (যেন সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়) এবং যেন তাহারা বলেন, 'তুমি পড়িয়া শুনাইয়া দিয়াছ (যাহা তুমি শিখিয়াছ); এবং যেন আমরা ইহা জ্ঞানসম্পন্ন জাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিই।

وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أَدْرَسَتْ وَلِيُبَيِّنَ  
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٦﴾

১০৭। এবং যাহা কিছু তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে তোমার প্রতি ওহী করা হয়, তুমি তাহার অনুসরণ কর, তিনি ব্যতিরেকে কোন মা'বুদ নাই; এবং মোশরেকদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও।

إِذْ نَحْنُ مَا أَرْجَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لِأَلَّا هُوَ  
أَعْرِضَ عَنِ الشُّرَكِيِّنَ ﴿١٠٧﴾

১০৮। এবং যদি আল্লাহ্ (জোরপূর্বক) চাহিতেন তাহা হইলে তাহারা শিরক করিত না। বস্তুতঃ আমরা তোমাকে তাহাদের উপর কোন হিফায়তকারী নিযুক্ত করি নাই; এবং তুমি তাহাদের উপর কোন তত্ত্বাবধায়কও নহ।

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ  
حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾

১০৯। এবং তোমরা তাহাদিগকে গালি দিও না যাহাদিগকে তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া (মা'বুদরূপে) ডাকে, নতুবা তাহারা শত্রুতাবশতঃ অজ্ঞতার কারণে আল্লাহকে গালি দিবে। এইরূপে আমরা প্রত্যেক জাতিকে তাহাদের কৃত-কর্ম মনোরম করিয়া দেখাইয়াছি। অতঃপর, তাহাদের প্রভুর পানে তাহাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে, তখন তিনি তাহাদিগকে তাহারা যে কাজকর্ম করিত তৎসম্বন্ধে অবহিত করিবেন।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا  
اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ  
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٩﴾

১১০। এবং তাহারা তাহাদের দৃঢ় শপথরূপে আলাহুর (নামে) শপথ করিয়া বলে যে, যদি তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা উহার উপর ঈমান আনিবে। তুমি বল, 'নিশ্চয় নিদর্শনাবলী আলাহুর আয়ত্বাধীন এবং তোমাদিগকে কিসে উপনক্তি দান করিবে যে, ইহা যখন আসিবে তখনও তাহারা ঈমান আনিবে না?'

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْدِيهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ  
لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَةُ عِنْدَ اللَّهِ مَا يُشِئُكُمْ  
أَنَهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١١٠﴾

১১১। এবং আমরা তাহাদের অন্তর ও চক্ষুকে ঘুরাইয়া দিব, যেহেতু তাহারা প্রথমবার ইহার উপর ঈমান আনে নাই, এবং আমরা তাহাদিগকে তাহাদের অবাধাতায় দিশাহারা হইয়া ঘুরিতে ছাড়িয়া দিব।

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ  
مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١١﴾

১১১

১১২। এবং যদি আমরা তাহাদের উপর ফিরিশতাগণকে নাযেল করিতাম এবং মৃতগণ তাহাদের সহিত কথা বলিত এবং আমরা সকল বস্তুকেও যদি তাহাদের সামনাসামনি একত্রিত করিয়া দিতাম, তবুও তাহারা আলাহুর ইচ্ছা ব্যতীত কখনও ঈমান আনিত না। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে।

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتُ  
وَخَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لَيُؤْمِنُوا إِلَّا  
أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِن أَكْثَرُهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٢﴾

১১৩। এবং এইরূপে আমরা ইনসান ও জিন্ হইতে শয়তানদিগকে প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু করিয়াছি। তাহারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে চমকপ্রদ কথা একে অন্যের (অন্তরের) মধ্যে সঞ্চারিত করে। যদি তোমার প্রভু চাহিতেন তাহা হইলে তাহারা ইহা করিত না; অতএব, তুমি তাহাদিগকেও এবং তাহারা যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিতেছে উহাকেও বর্জন কর।

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الْإِنْسِ  
الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا  
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٣﴾

১১৪। এবং (আলাহ্ ইহা এই জন্য চাহিয়াছেন) যেন পরকালের উপর যাহারা ঈমান আনে না তাহাদের অন্তর ইহার (এই প্রকার কথার) প্রতি ঝুঁকে এবং যেন ইহাতে তাহারা সন্তুষ্ট থাকে এবং যেন তাহারা যাহা অর্জন করিতেছে উহা অর্জন করিতে থাকে।

وَلِيَتَضَعَ إِلَيْهِ أَفِئْدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ  
لِيُخْصَوَهُ وَيُفْتَرُوا مَا هُمْ بِمُقَدِّرُونَ ﴿١١٤﴾

১১৫। (তুমি বল) তাহা হইলে কি আমি আলাহ্ ব্যতীত অন্য কোন বিচারকের অনুসন্ধান করিব, অথচ তিনি তোমাদের প্রতি বিশদভাবে বর্ণিত কিতাব নাযেল করিয়াছেন? এবং ঐ সকল লোক যাহাদিগকে আমরা কিতাব দিয়াছি, জানে যে নিশ্চয় ইহা তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে সত্যসহ নাযেল করা হইয়াছে; সুতরাং তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

أَفَغَيْرَ اللَّهِ ابْتِغَى حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْنَا  
الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكِتَابَ يَكْفُرُونَ  
أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِن رَّبِّكَ يَلْحَقُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْزَوِينَ ﴿١١٥﴾

১১৬। এবং তোমার প্রভুর কথা পূর্ণ হইয়াছে সত্যতার দিক দিয়াও এবং ন্যায়-বিচারের দিক দিয়াও। (কারণ) তাহার কথার কেহ পরিবর্তনকারী নাই; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজানী।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٦﴾

১১৭। এবং ভূপৃষ্ঠে যাহারা আছে তুমি যদি তাহাদের অধিকাংশের অনুসরণ কর, তাহা হইলে তাহারা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে দ্রষ্ট করিবে। তাহারা কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং তাহারা কেবল অনুমানের উপর কথা বলে।

وَأِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٧﴾

১১৮। নিশ্চয় তোমার প্রভু তাহাদের সম্বন্ধেও সর্বাধিক অবহিত আছেন যাহারা তাহার পথ হইতে দ্রষ্ট হয় এবং তিনি তাহাদের সম্বন্ধেও সর্বাধিক অবহিত যাহারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٨﴾

১১৯। অতএব, তোমরা উহা হইতে আহার কর যাহার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে, যদি তোমরা তাহার আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়া থাক।

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٩﴾

১২০। এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে তোমরা উহা হইতে আহার কর না, যাহার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে? অথচ তিনি উহা তোমাদের জন্য সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন যাহা তিনি তোমাদের উপর হারাম করিয়াছেন কেবল উহা ছাড়া যাহাতে তোমরা বাধ্য হও। এবং নিশ্চয় অনেকে জানাভাবে আপন কুপ্রতীবশে (লোকদিগকে) বিভ্রান্ত করে; তোমার প্রভু নিশ্চয় সীমানাংগনকারীদের সম্বন্ধে সমাক অবহিত।

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَزَمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمَعْتُونِينَ ﴿١٢٠﴾

১২১। এবং তোমরা পাপের বাহ্যিক দিক এবং উহার অভ্যন্তরীণ দিক উভয় বর্জন কর। নিশ্চয় যাহারা পাপ অর্জন করিতেছে তাহাদিগকে অচিরেই উহার প্রতিফল দেওয়া হইবে যাহা তাহারা অর্জন করিতেছে।

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِخْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢١﴾

১২২। এবং তোমরা উহা হইতে কখনও আহার করিও না, যাহার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় নাই, কারণ ইহা অবশ্যই দুষ্কর্ম; এবং নিশ্চয় শয়তানরা তাহাদের বন্ধুদের

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَأَتْهُ لَيْسَ لَهُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُؤْوُونَ إِلَى آذَانِهِمْ

অন্তরে প্ররোচনা যোগায় যেন তাহারা তোমাদের সহিত বিবাদ করে। এবং যদি তোমরা তাহাদের আনুগত্য কর তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা মোশরেক হইবে।

لِيَجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿٤٨﴾

১২৩। যে ব্যক্তি মৃত ছিল, অতঃপর আমরা তাহাকে জীবিত করিলাম এবং তাহার জন্য এমন আলো সৃষ্টি করিলাম যাহার সাহায্যে সে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির অনুরূপ হইতে পারে যাহার অবস্থা এমন যে, সে অন্ধকাররাশির মধ্যে পড়িয়া আছে যাহা হইতে সে বাহির হইতে পারে না? এইরূপেই কাফেরদের জন্য, তাহারা যে কাজকর্ম করে উহা সুন্দর করিয়া দেখানো হইয়াছে।

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ نُزَيِّنُ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٩﴾

১২৪। এবং প্রত্যেক জনপদের অপরাধীদের নেতৃবৃন্দকে আমরা এইরূপই করিয়া দিয়াছি যেন তাহারা উহাতে (নবীদের বিরুদ্ধে) ষড়যন্ত্র করে, বস্তৃত; তাহারা কেবল নিজেদেরই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করে না।

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا يَمْشِي بِهَا لِمَكَرُوا فِيهَا وَمَا يَتَذَكَّرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾

১২৫। এবং যখন তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তখন তাহারা বলে, 'আমরা কিছুতেই ঈমান আনিব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদিগকে উহার অনুরূপ দেওয়া হইবে যাহা আল্লাহর রসূলগণকে দেওয়া হইয়াছে।' আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন যে তাহার রিসালত কোথায় অর্পণ করিবেন। যাহারা অপরাধ করিতেছে তাহাদের উপর অচিরেই আপতিত হইবে আল্লাহর নিকট হইতে লাঞ্ছনা এবং কঠোর শাস্তি এই জন্য যে, তাহারা ষড়যন্ত্র করিত।

وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا إِنَّا تُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ نُؤْتِي مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَسْكُرُونَ ﴿٥١﴾

১২৬। অতএব, আল্লাহ্ যাহাকে হেদায়াত দিতে চাহেন ইসলামের জন্য তাহার বন্ধকে তিনি উন্মুক্ত করিয়া দেন এবং যাহাকে পথভ্রষ্ট করিতে চাহেন তাহার বন্ধকে তিনি সংকীর্ণ, সংকুচিত করিয়া দেন— যেন সে আকাশে আরোহণ করিতেছে। এইরূপেই আল্লাহ্ তাহাদের উপর লাঞ্ছনা অবধারিত করেন যাহারা ঈমান আনে না।

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَسْفًا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ أَوْجِينَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

১২৭। এবং ইহাই তোমার প্রভুর সরল-সুদৃঢ় পথ; আমরা উপদেশগ্রহণকারী জাতির জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি।

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ قَدْ فَضَّلْنَا الْآدِيَّةَ لِقَوْمٍ يُذَكِّرُونَ ﴿٥٣﴾

১২৮। তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর নিকট শান্তির আবাস অবধারিত রহিয়াছে, এবং তিনি তাহাদের জন্য সেইসব কৃত-কর্মের ব্যাপারে অভিভাবক যাহা তাহারা করিত।

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٨﴾

১২৯। এবং (সমরণ কর) যেদিন তিনি তাহাদের সকলকে সমবেত করিবেন; (এবং বলিবেন) 'হে জিম্মদের দল! তোমরা ইনসানের অধিকাংশকে নিজেদের (সঙ্গী) করিয়া লইয়াছিলে। এবং ইনসানের মধ্য হইতে তাহাদের বন্ধুরা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের কতক অন্য কতক দ্বারা উপকৃত হইয়াছে এবং আমরা আমাদের সীমায় পৌছিয়াছি যাহা তুমি আমাদের জন্য নির্ধারিত করিয়াছিলে।' তিনি বলিবেন, 'আগুনই তোমাদের বাসস্থান, যাহাতে তোমরা দীর্ঘকাল থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌ অনা ইচ্ছা করিবেন।' তোমার প্রভু নিশ্চয় পরম প্রজাময়, সর্বজ্ঞানী।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِعًا ۖ يَنْعَضَرُ الْجِنَّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيُوهُمْ مِنْ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خُلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٩﴾

১৩০। এবং এইরূপে আমরা যালেমদের পরস্পরকে পরস্পরের বন্ধু করিয়া দিই সেই কর্মের দরুন যাহা তাহারা অর্জন করে।

وَكَذَلِكَ نُفَوِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٣٠﴾

১৩১। 'হে জিম্ম ও ইনসানের দল! তোমাদের মধ্য হইতে রসুলগণ কি তোমাদের নিকট আসে নাই যাহারা তোমাদিগকে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইত এবং তোমাদিগকে তোমাদের আজিকার দিবসের এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করিত?' তাহারা বলিবে, 'আমরা আমাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষা দিতেছি।' এবং পার্থিব জীবন তাহাদিগকে প্রভাবিত করিয়াছিল; এবং তাহারা নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরাই সাক্ষা দিবে যে নিশ্চয় তাহারা কান্ধের ছিল।

يَنْعَسِرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُزِيدُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّبْنَاهُمْ حَيٰوةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣١﴾

১৩২। (রসুলগণকে পাঠানোর) উদ্দেশ্য ইহাই যে, তোমার প্রভু জনপদসমূহকে উহাদের অধিবাসীগণের অসতর্ক থাকার অবস্থায় অনায়াসভাবে ধ্বংস করিতে পারেন না।

ذَٰلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ ۖ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿١٣٢﴾

১৩৩। এবং প্রত্যেকের জন্য সেই কৃত-কর্ম অনুযায়ী পদমর্যাদা রহিয়াছে যাহা তাহারা করে; এবং তোমার প্রভু সে সম্বন্ধে অসতর্ক নহেন যাহা তাহারা করিতেছে।

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ وَمَا عُولُوا وَمَا ذَٰلِكَ بِعَاقِلٍ عِنَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٣﴾

১৩৪। বস্তুতঃ তোমার প্রভু পরম ঐশ্বর্যশালী, রহমতের অধিকারী। তিনি চাহিলে তোমাদিগকে অপসারিত করিতে পারেন; এবং তোমাদের পরে যাহাদিগকে তিনি চাহিবেন

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ إِنَّ يَشَاءُ يَذْهَبَكُمْ وَيَسْتَأْخِذُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ ۖ كَمَا أَنتَ كَائِمٌ

তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিতে পারেন ; যেভাবে তিনি অন্য জাতির বংশধর হইতে তোমাদের উদ্ভব করিয়াছেন ।

فَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ﴿١٥﴾

১৩৫ । নিশ্চয় তোমাদিগকে যাহার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে, উহা আসিবেই আসিবে এবং তোমরা কিছুতেই উহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না ।

إِنْ مَا تُوعِدُونَ لِآيٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٦﴾

১৩৬ । তুমি বল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা (যে ব স্থানে) আপন আপন সামর্থ্য অনুযায়ী কর্ম কর । আমিও (আমার) কাজ করিব ; অতঃপর অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে যে, এই আবাস গৃহের পরিণাম কাহার পক্ষে যায় ;' প্রকৃত কথা এই যে, অত্যাচারী কখনও সফলকাম হয় না ।

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَايِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٧﴾

১৩৭ । এবং তাহারা আল্লাহ্র জন্য সেই সকল শস্য-ক্ষেত্র এবং চতুষ্পদ জন্তু হইতে, যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, এক অংশ নিদিষ্ট করে ; অতঃপর তাহারা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে যে, 'ইহা আল্লাহ্র জন্য এবং ইহা আমাদের শরীকদের জন্য ।' কিন্তু যে অংশ তাহাদের শরীকগণের জন্য, উহা আল্লাহ্র নিকট পৌছে না, এবং যে অংশ আল্লাহ্র জন্য উহা তাহাদের শরীকদের নিকট পৌছে । তাহারা যাহা ফয়সালা করে তাহা কতই না মন্দ !

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِغْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٨﴾

১৩৮ । এইরূপে মোশরেকদের অধিকাংশের দৃষ্টিতে তাহাদের সম্ভানদিগকে হত্যা করাকে তাহাদের শরীক দেবতার সূন্দর সুশোভন করিয়া দেখাইল তাহাদিগকে ধ্বংস করার জন্য এবং তাহাদের ধর্মকে তাহাদের নিকট সন্দেহযুক্ত করার জন্য । এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে তাহারা ইহা করিত না ; অতএব তুমি তাহাদিগকেও এবং তাহারা যাহা মিথ্যা রচনা করিতেছে উহাকেও ছাড়িয়া দাও ।

وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الشُّرَكِيِّ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٩﴾

১৩৯ । এবং তাহারা তাহাদের ধারণা অনুযায়ী বলে, অমুক অমুক চতুষ্পদ জন্তু ও শস্য (খাওয়া) নিষিদ্ধ । যাহার সম্বন্ধে আমরা চাহিব কেবল সেই উহা খাইবে ; এবং (তাহারা বলে যে) কতক চতুষ্পদ জন্তু আছে যাহাদের পৃষ্ঠদেশ (আরোহণ করার জন্য) হারাম করা হইয়াছে, এবং কতক চতুষ্পদ জন্তু আছে যবহ করার সময় তাহারা যেগুলির উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে না, (তাহাদের এইসব কার্যকলাপ) তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা স্বরূপ । তাহারা যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিতেছে উহার প্রতিফল তিনি অচিরেই তাহাদিগকে দিবেন ।

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِرِغْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِمْ يَجْحَدُونَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرُونَ ﴿٢٠﴾

১৪০। এবং তাহারা বলে, 'এই সকল চতুষ্পদ জন্তুর গর্ভে যাহা কিছু আছে, উহা আমাদের পুরুষগণের জন্য বিশেষরূপে নির্দিষ্ট এবং আমাদের স্ত্রীগণের জন্য হারাম; কিন্তু যদি উহা মৃত হয় তাহা হইলে তাহারা (স্ত্রী-পুরুষ) সকলেই উহাতে অংশীদার হয়। অচিরেই তিনি তাহাদিগকে তাহাদের এইসব কথার প্রতিফল দিবেন। নিশ্চয় তিনি পরম প্রজাময়, সর্বজ্ঞানী।

১৪১। নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে যাহারা নির্বুদ্ধিতাবশতঃ না জানিয়া নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করে এবং আল্লাহ তাহাদিগকে যাহা রিয়ক্ দান করিয়াছেন, তাহারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করিয়া উহা হারাম করে। তাহারা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহারা হেদায়াতপ্রাপ্তই ছিল না।

১৪২। এবং তিনিই তো উৎপন্ন করেন বাগানসমূহ, কতক মাচার উপর চড়ায়ে (আমুর জাতীয় গুলম-লতা) এবং কতক মাচার উপর চড়ায়ে নহে (রুকরাজি), এবং খজুর-রুক্ক এবং শস্য-রুক্ক, যাহাদের স্নাদ বিভিন্ন, এবং যায়তুন এবং ডালিম যাহাদের কতক সদৃশ এবং কতক অসদৃশ। যখন উহাতে ফল ধরে তখন উহার ফল হইতে আহার কর এবং উহা কাটার দিনে তাহার প্রাপ্য আদায় কর, এবং তোমরা অপবায় করিও না। নিশ্চয়ই তিনি অপবায়কারীদিগকে ভালবাসেন না।

১৪৩। এবং (তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন) চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে কতক ডারবাহীরূপে এবং কতক ক্ষুদ্রকারূপে। আল্লাহ তোমাদিগকে যাহা রিয়ক্ দান করিয়াছেন উহা হইতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১৪৪। (তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন) আট জোড়া, মেয় হইতে দুইটি এবং ছাগল হইতে দুইটি। তুমি বল, 'তিনি কি হারাম করিয়াছেন দুইটি পুংপণ্ডকে অথবা দুইটি স্ত্রীপণ্ডকে কিংবা দুইটি স্ত্রীপণ্ডের গর্ভসমূহ যাহা ধারণ করিয়াছে উহাকে? তোমরা যদি সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাকে অবগত কর।'

১৪৫। এবং (তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন) উটের মধ্য হইতে দুইটি এবং গরুর মধ্য হইতে দুইটি। তুমি বল, 'তিনি কি হারাম করিয়াছেন দুইটি পুংপণ্ডকে অথবা দুইটি স্ত্রীপণ্ডকে কিংবা দুইটি

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِلَّذِينَ رَزَقْنَا وَمَعْرِمٌ عَلَىٰ أَرْوَاحِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفُهُمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ عِلْمُهُ ۝

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَزَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ۖ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُثَمَّرًا ۖ وَالزَّيْتُونَ وَالْأَمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ ۚ كُلُوا مِنَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

ثَلَاثِينَ أَزْوَاجًا مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۚ قُلْ آلَ الذَّكَوَيْنِ حَرَّمَ أَمْرَ الْأُنثَيَيْنِ ۚ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ يُبَيِّنُ بَعْلُهُمْ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۚ قُلْ آلَ الذَّكَوَيْنِ حَرَّمَ أَمْرَ الْأُنثَيَيْنِ ۚ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ

স্ত্রীপুত্র গর্ভসমূহ যাহা ধারণ করিয়াছে উহাকে ? তোমরা কি সেই সময় উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ্ তোমাদিগকে এই আদেশ দেন ? ঐ ব্যক্তি অপরূপা বড় অত্যাচারী কে যে জানিয়া বুঝিয়া আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে যাহাতে সে মানুষকে বিনা জানে পথভ্রষ্ট করিতে পারে ? আল্লাহ্ অত্যাচারী জাতিকে আদৌ হেদায়াত দেন না ।

১৭  
[৪]  
৪

১৪৬ । তুমি বল, 'যাহা কিছু আমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে উহাতে আমি কোন বস্তু আহারকারীর জন্য যাহা যে আহার করিতে চাহে, হারাম পাই না কেবল মৃতজীব অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের মাংস ব্যতীত, কেননা ইহা অপবিত্র অথবা অবাধাতা পূর্বক এমন বস্তু আহার করা যাহার উপর আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে । কিন্তু যে ব্যক্তি নিরুপায় হইয়া বাধা হয়, বিদ্রোহী এবং সীমানংঘনকারী না হয়, তাহা হইলে (ইহা স্বতন্ত্র ব্যাপার); নিশ্চয় তোমার প্রভু অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

১৪৭ । এবং যাহারা ইহুদী হইয়াছে তাহাদের জন্য আমরা সকল নশ্বরবিশিষ্ট পণ্ড হারাম করিয়াছিলাম, এবং গরু ও ছাগলের মধ্য হইতে উভয়ের চৰ্বি আমরা তাহাদের জন্য হারাম করিয়াছিলাম কেবল ঐ চৰ্বি ব্যতীত যাহা উহাদের পৃষ্ঠদেশ অথবা অস্ত্র ধারণ করিয়া থাকে অথবা হাড়ের সহিত সংযুক্ত থাকে । এই প্রতিফল আমরা তাহাদিগকে তাহাদের বিদ্রোহিতার কারণে দিয়াছিলাম । এবং নিশ্চয় আমরাই সত্যবাদী ।

১৪৮ । কিন্তু যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে তাহা হইলে তুমি বলিয়া দাও, 'তোমাদের প্রভু অসীম দয়ার অধিকারী, এবং তাহার শাস্তি অপরাধী জাতি হইতে অপসারিত করা যায় না ।'

১৪৯ । যাহারা শিরক করিয়াছে তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে না আমরা শিরক করিতাম এবং না আমাদের পিতৃপুরুষগণ, এবং না আমরা কোন বস্তুকে হারাম করিতাম ।' এই রূপেই তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও (রসূলদিগকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে থাকিল এমন কি তাহারা আমাদের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করিল । তুমি বল, 'তোমাদের নিকট কি কোন জ্ঞান আছে ? তাহা হইলে তোমরা

الْأَتَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَضَعَكُمُ اللَّهُ فِيهِدَا  
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا يُضِلُّ النَّاسَ  
بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ  
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِيتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَازِنٍ  
وَأَنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ  
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمًا كُلُّ ذِي طَيْرٍ وَمِنَ  
الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمًا عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمْ إِلَّا مَا  
حَمَلَتْ ظُهُورُهُمْ أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ  
جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَدُوقُونَ ۝

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا  
يُرِيدُ بِأَسَهِ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا  
وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ  
مِنْ قَبْلِهِمْ كَتَبُوا بِأَسْنَاءٍ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ  
مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ



উহা আমাদের সম্মুখে পেশ কর ; তোমরা কেবল ধারণার অনুসরণ করিতেছ । বস্তুতঃ তোমরা কেবল অনুমানের উপর কথা বলিতেছ ।'

১৫০ । তুমি বল, 'অকাটা প্রমাণ একমাত্র আল্লাহর অধিকারে আছে, তিনি চাহিলে তোমাদের সকলকে অবশ্যই হেদয়াত দিতেন ।'

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ⑤

১৫১ । তুমি বল, 'তোমরা তোমাদের ঐ সকল সাক্ষীকে উপস্থিত কর যাহারা সাক্ষ্য দেয় যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অমুক অমুক বস্তুকে হারাম করিয়াছেন ।' অতঃপর, যদি তাহারা এরূপ সাক্ষ্য দেয় তাহা হইলে তুমি তাহাদের সহিত সাক্ষ্য দিও না, এবং তুমি ঐ সকল লোকের কুবাসনাসমূহের অনুসরণ করিও না যাহারা আমাদের অম্মাতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে এবং যাহারা পরকালের উপর ঈমান রাখে না এবং তাহারা তাহাদের প্রভুর সমকক্ষ স্থির করে ।

قُلْ مَلَأَ شُهَدَاءُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَرِيبُهُمْ يُعَذِّبُونَ ⑥

১৫২ । তুমি বল, 'এস, আমি উহা পড়িয়া শুনাই যাহা তোমাদের প্রভু তোমাদের উপর হারাম করিয়াছেন—উহা এই যে, তোমরা তাহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিও না, এবং পিতামাতার সহিত সদ্‌বাহার করিও, এবং বারিষের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদিককে হত্যা করিও না ; আমরাই রিমুক দিয়া থাকি তোমাদিসকে এবং তাহাদিসকেও, এবং তোমরা কখনও অঙ্গীলতার নিকট যাইও না, উহা প্রকাশ্য হউক বা অপ্রকাশ্য; এবং কোন আত্মাকে হত্যা করিও না যাহাকে (হত্যা করা) আল্লাহ্‌ হারাম করিয়াছেন, কেবলমাত্র ন্যায়বিচার বাতিরেকে । ইহা সেই বিষয় যাহার তাকিদপূর্ণ আদেশ তিনি তোমাদিসকে দিতেছেন যেন তোমরা অনুধাবন কর ।

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۚ مِنْ إِمَّاكٍ نَحْنُ نَرِزُقُكُمْ ۚ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۖ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكُمْ وَضَعُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ⑦

১৫৩ । এবং কেবল সেই নিয়ম বাতীত যাহা সর্বোত্তম, তোমরা এতীমের ধন-সম্পদের নিকটে যাইও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা সাবালক হয় । এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপ ও ওজন পূরাপূরি দাও । আমরা কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্ব ভার অর্পণ করি না । এবং যখন তোমরা কথা বল তখন তোমরা ন্যায়বিচার কর—যদিও (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি) নিকট-আত্মীয়ই হউক না কেন ; এবং আল্লাহ্‌র অস্বীকারকে পূর্ণ কর ইহা সেই বিষয় যাহার তাকিদপূর্ণ আদেশ তিনি তোমাদিসকে দিতেছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর ।

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ ۖ أَحْسَنُ ۚ عَنِ يَدِ اللَّهِ ۖ أَشَدُّ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَيْثِ ۚ وَلَا تَكُلُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ مَاعِدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِمَهْدِ اللَّهِ الْوَأْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَضَعُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ⑧

১৫৪। এবং (বল,) 'নিশ্চয় ইহা আমার সরল-সুদৃঢ় পথ, সূত্রাং তোমরা ইহার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথের অনুসরণ করিও না, নচেৎ সেইগুলি তোমাদিগকে তাঁহার পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। ইহা সেই বিষয়, যাহার তাকিদপূর্ণ আদেশ তিনি তোমাদিগকে দিতেছেন, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।

وَأَنَّ هَذِهِ سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا  
السَّبِيلَ تَفْزُقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذِكْرُكُمْ وَضَعَكُمْ بِهِ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٨﴾

১৫৫। উপরন্তু আমরা মুসাকে কিতাব দিয়াছিলাম সেই ব্যক্তির উপর নেয়ামত পূর্ণ করার জন্য যে সৎকর্ম করে এবং প্রত্যেক বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য এবং হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ, যেন তাহারা তাহাদের প্রভুর সহিত সাক্ষাতের উপর ঈমান আনে।

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَ  
تَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَالَمِهِمْ يَهْتَدُوا  
﴿٩﴾

১৫৬। এবং এই কিতাব, যাহা আমরা নাযেল করিয়াছি, অতীত বরকতপূর্ণ, সূত্রাং তোমরা ইহার অনুসরণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমাদের উপর রহম করা যায়।

وَهَذِهِ كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ  
تُرْحَمُونَ ﴿٩﴾

১৫৭। পাছে তোমরা এই কথা বন যে, কিতাব কেবল আমাদের পূর্বে দুই সমুদ্রায়ে উপর নাযেল করা হইয়াছিল এবং আমরা উহাদের পাঠ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অসতর্ক ছিলাম ;

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ  
قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٠﴾

১৫৮। অথবা তোমরা বল, 'যদি আমাদের উপর কোন কিতাব নাযেল করা হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তাহাদের অপেক্ষা অধিক হেদায়াত প্রাপ্ত হইতাম।' অতএব (এখন) তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ এবং হেদায়াত এবং রহমত আসিয়াছে। সূত্রাং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী কে যে আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে এবং উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়? আমরা অচিরেই প্রসবকল লোককে যাহারা তোমাদের আয়াতসমূহ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, নিকৃষ্ট শাস্তি দিব এইজন্য যে, তাহারা (অনবরত) মুখ ফিরাইয়া আসিয়াছিল।

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى  
مِنْهُمْ فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَ  
رَحْمَةً ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّقَ  
عَنْهَا سَجَزَى الَّذِينَ يَصْذُقُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ  
الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْذُقُونَ ﴿١١﴾

১৫৯। তাহারা কেবল ইহারই অপেক্ষা করিতেছে যে তাহাদের নিকট ফিরিশতাগণ আসুক অথবা তোমার প্রভু আসুক অথবা তোমার প্রভুর নিদর্শনসমূহের কতক আসুক, যেদিন তোমার প্রভুর নিদর্শনসমূহের কতক আসিবে সেদিন যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনে নাই অথবা ঈমান দ্বারা কল্যাণ অর্জন করে নাই, তাহার ঈমান তাহার কোন উপকারে আসিবে না। তুমি বল, 'তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষা করিতেছি।'

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ  
رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ  
آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِنِ امَّانَتْ لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ  
مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا  
إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٢﴾

১৬০। নিশ্চয় যাহারা নিজদের ধর্মকে শও-বিশ্বস্ত করিয়াছে এবং দলে-উপদলে (বিভক্ত) হইয়াছে তাহাদের সহিত কোন বিষয়ে তোমার সম্পর্ক নাই। তাহাদের বিষয় একমাত্র আল্লাহর হাতে, অতঃপর তাহারা যাহা করিত সে সম্বন্ধে তিনি তাহাদিগকে অবহিত করিবেন।

إِنَّ الَّذِينَ قَوْمًا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٠﴾

১৬১। যে কেহ সৎকর্ম করিবে তাহার জন্য উহার দশভুজ পুরস্কার হইবে, এবং যে কেহ মন্দ কাজ করিবে তাহাকে কেবল উহারই অনুরূপ প্রতিফল দেওয়া হইবে, এবং তাহাদের উপর কোন অবিচার করা হইবে না।

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلٍ هَاتِ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا خَيْرَ إِلَّا زَلًّا هُمْ لَا يَظْلُمُونَ ﴿٦١﴾

১৬২। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার প্রভু আমাকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করিয়াছেন— সুপ্রতিষ্ঠিত দৌনের দিকে, একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শের দিকে এবং সে মোশরেকদের অন্তর্গত ছিল না।'

قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَبْلًا قُلَّةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٢﴾

১৬৩। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার নামায এবং আমার কুরবানী এবং আমার জীবন এবং আমার মরণ সব কিছুই আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٣﴾

১৬৪। তাঁহার কোন শরীক নাই; এবং আমি ইহাই আদিষ্ট হইয়াছি; এবং আমি আব্রহামপুত্রদের মধ্যে সর্বপ্রথম।'

لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿٦٤﴾

১৬৫। তুমি বল, 'আমি কি আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্য কোন প্রতিপালক খুঁজিব, অথচ তিনি প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক?' এবং প্রত্যেক আত্মা যাহা কিছু অর্জন করিবে উহার দায়িত্বভার তাহারই উপর বর্তিবে এবং কোন ভারবাহী অন্যের ভার বহন করিবে না। অতঃপর, তোমাদের প্রভুর দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তোমাদিগকে সেই বিষয়ে অবহিত করিবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিতেছ।

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَرُدُّ وَادْرُؤْهُ وَزَرًا أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٥﴾

১৬৬। এবং তিনিই তো তোমাদিগকে ভূপৃষ্ঠে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন যেন তিনি তোমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন উহার সম্বন্ধে তোমাদের পরীক্ষা করিতে পারেন। নিশ্চয় তোমার প্রভু শাস্তিদানে তৎপর এবং নিশ্চয় তিনিই অতীব ক্ষমাবান, পরম দয়াময়।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فَمَا أَشْكُرَانِ رَبِّي سَرِيعَ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٦﴾